মুগান্তর

তারিখ ... ৭ MAY 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

সরকারি কলেজ ও শিক্ষা প্রশাসনে নিয়োগ পদায়ন বদলির নতুন নীতিমালা হচ্ছে

মুসতাক আহমদ

দেশের সরকারি কলেজ এবং শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মকর্তা নিয়োগ, পদায়ন ও বদলির নতুন নীতিমালা প্রণীত হচ্ছে। একই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ফিটলিস্ট এবং ২৯১ সরকারি কলেজের ক্যাটাগরি। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সব কর্মকর্তাকে ঢাকার বাইরে কমপক্ষে ২ বছর চাকরি করতে হবে। ঢাকার কোন কলেজে নবনিযুক্তদের পদায়ন হবে না। আর চাকরি জীবন শুরু হবে 'ই' ক্যাটাগরির কলেজ থেকে এবং সব ক্যাটাগরির কলেজে চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, বদলি, পদায়ন ও উচ্চতর পদে নিয়োগ নিয়ে বিগত দিনে অনেক অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃংখলার অভিযোগ রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সরাসরি প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে মন্ত্রণালয় এ নীতিমালা তৈরি করছে। সূত্রমতে, শিগগিরই নবপ্রণীত নীতিমালার পরিপত্র জারি হবে। পরিপত্রের খসড়াও তৈরি হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কলেজ) মোহাম্মদ শফিউল্লাহ জানান, সারাদেশে বর্তমানে ১৩ হাজার ৯৪৬ জন শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের কাছে ইতিপূর্বে তাদের পূর্ণাঙ্গ কোন তথ্য ছিল না।

- অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ফিটলিস্ট ও ২৯১ কলেজের ক্যাটাগরি নির্ধারণ
- চাকরি শুরু 'ই' ক্যাটাগরির কলেজ থেকে : ঢাকার বাইরে থাকতে হবে কমপক্ষে দু'বছর

তাছাড়া ইতিপূর্বে বদলি ও পদায়ন, শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ নিয়ে সুস্পষ্ট কোন নীতিমালা না থাকায় যোগ্যদের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্যরা 'পুরস্কৃত' হওয়ার পাশাপাশি 'তদবির না করলে ভালো কলেজে পদায়ন হয় না'— এমন বিষয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। নতুন নীতিমালা কর্মকর্তাদের অধিকার সমুন্নত করবে এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে কর্মরত ক্যাডারদের ডাটাবেজ তৈরি করেছে। ফলে একজন কর্মকর্তা বাসায় বসেই জানতে পারবেন তিনি তার চাহিদামতো স্থান ও পদে কেন বদলি বা পদায়ন পাননি। আর মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত নেয়াও সহজ হবে। বর্তমানে সারাদেশে মোট ২৫১টি সরকারি

হচ্ছে : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

হচ্ছে : নীতিমালা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কলেজ, ১৪টি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ১৬টি সরকারি কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট, ৩টি সরকারি মাদ্রাসাসহ ২৯১টি সরকারি কলেজ মানের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মন্ত্রণালয় এসব প্রতিষ্ঠানকে 'এ', 'বি', 'সি', 'ডি' এবং 'ই'— এই পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করছে। কলেজের সুনাম, ফলাফল, ঐতিহ্য, অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনায় করা হবে এ ক্যাটাগরি। শিক্ষকদের এসিআর, সিনিয়রিটি, প্রয়োজন, শিক্ষা জীবন ও বিসিএসের ফলাফল অনুযায়ী উচ্চতর ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠানে পদায়ন মিলবে।

নতুন নীতিমালা অনুযায়ী 'ই' ক্যাটাগরির কলেজে ১ বছর, 'ডি' ক্যাটাগরিভুক্ত কলেজে দেড় বছর, 'সি'তে কমপক্ষে ২ বছর এবং 'বি'তে তিন বছর চাকরি করতে হবে। কেউ 'ই' ক্যাটাগরির কলেজে এক বছরের বেশি চাকরি করতে চাইলে পারবেন। তবে তিন বছরের বেশি নয়। বদলি ও পদায়নে ক্যাটাগরি পর্যায়ক্রমে অনুসৃত হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা জীবনের ফলাফল, বিসিএসের ফলাফল ও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অর্জিত ফলাফল বিবেচনায় আনা হবে।

বিসিএসে নতুন যোগদানকারী কর্মকর্তা ৩ বছর ঢাকার কোন কলেজে যোগদানের সুযোগ পাবেন না। এক্ষেত্রে আবার ২ বছর হলেই ঢাকায় আসার দাবি প্রতিষ্ঠিত হবে না। সরকারের প্রয়োজন এবং ব্যক্তির যোগ্যতা বিবেচ্য হবে। আর প্রথম নিয়োগ হবে উচ্চ মাধ্যমিক বা ডিগ্রি কলেজে, অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানকারী কলেজে নয়। যাদের ডিগ্রি পর্যায়ে অনার্স নেই, তারা অনার্স-মাস্টার্স কলেজে পদায়ন পাবেন না। এ ধরণের কলেজে পদায়ন পেতে হলে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স নেই, কিন্তু মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী আছে ও সফল শিক্ষক হিসেবে সুনাম প্রতিষ্ঠিত এবং তৃতীয় বিভাগ সত্ত্বেও পিএইচডি ডিগ্রি থাকলে শর্ত শিথিল হবে।

ফিটলিস্ট অনুযায়ী অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ নিয়োগ পাবেন। প্রয়োজনীয় সিনিয়রিটি, উচ্চতর ডিগ্রি, প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক কাজের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সততা, ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের গুণাবলী ব্যক্তিকে এ তালিকার উপযুক্ত করবে। উপাধ্যক্ষরা অধ্যক্ষ পদের জন্য অগ্রাধিকার পাবেন। তবে এক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক সমতা বিবেচনায় রাখা হবে। অনার্স-মাস্টার্সে তৃতীয় শ্রেণী থাকলে স্টারভুক্ত কোন কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ হতে পারবেন না। এসব গুণসম্পন্নরা শিক্ষা প্রশাসন বা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), নায়েম, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের প্রধান পদে নিয়োগের জন্য ফিট হবেন। সেই সঙ্গে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, পিএইচডিসহ উচ্চতর ডিগ্রি অগ্রাধিকার পাবে। শিক্ষা প্রশাসন ও প্রশাসনিক বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধ্যাপক পর্যায়ের কর্মকর্তারা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক এবং বিষয়ভিত্তিক পদে বদলিভিত্তিক পদায়ন পাবেন। শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে/দফতরে হিসাব ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত উচ্চতর পদে অর্থনীতি, বাণিজ্য, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা বিষয়ের যোগ্য শিক্ষকরা নিয়োগ পাবেন।

এভাবে খসড়া পরিপত্রে মোট দুটি ভাগে ২৮টি ধারা-উপধারা রয়েছে। পরিপত্রের দ্বিতীয় ভাগে বলা হয়েছে, সব ধরনের বদলি ও পদায়নে শৃংখলা, মান নিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ৩ বছর পরপর মূল্যায়ন করা হবে এবং বছরের শেষের দিকে নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে ঘটবে এ ঘটনা। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং ঢাকা শহরের কলেজের সব ধরনের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি দেখবে মন্ত্রণালয়। বাকিটা দেখবে মাউশি। এলপিআরকালে ক্যাডাররা পছন্দের কলেজে পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে যেতে পারবেন।